বিপদ যখন নিয়ামাত

লেখক

শাইখ মূসা জিবরীল

উসতাদ আলি হাম্মুদা

উসতাদা শাওয়ানা এ. আযীয

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

যখন বিপর্যয় আসবে তখন আল্লাহর বান্দারা যেন হতাশ না হয়ে যায়। আবার আল্লাহ যখন তাদেরকে ভালো কোনো নিয়ামাত দান করেন, তারা যেন এর ফলে অহংকারী বা উদ্ধত না হয়ে যায়। কারণ, প্রত্যেক বিপর্যয়—যা তার সাথে ঘটে—এর সবকিছুই তো পূর্বনির্ধারিত। অন্যদিকে বান্দার অর্জন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও আল্লাহরই অনুকম্পা। তাই, বান্দার যা পাওয়ার ছিল তা কখনও তাকে ছেড়ে যাবে না। আর যে জিনিস তাকে ছেড়ে যাবে, তা আসলে কখনও তার পাওয়ারই ছিল না।

প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরেই কিছু অস্থিরতা বিদ্যমান যা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই নির্মূল করা সম্ভব। প্রত্যেকের অন্তরেই একাকীত্বের অনুভূতি বিদ্যমান যা শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্যলাভেই দূর করা সম্ভব। প্রতিটা অন্তরে ভয় এবং উদ্বেগ বিদ্যমান যা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে ছুটে যাওয়ার মাধ্যমেই কাটানো সম্ভব। আর অন্তরে কিছুটা দুঃখানুভূতি বিদ্যমান যা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমেই অপসারণ করা সম্ভব।

দুআ ওপরের দিকে উঠতে থাকে, বিপদ নিচের দিকে নামতে থাকে এবং মাঝপথে তারা একে অন্যের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ লড়াইয়ে বিজয় নির্ভর করে কে বেশি শক্তিশালী তার ওপর। ইখলাস ও কবুলিয়াতের আশা নিয়ে করা দুআ—বিপদের ওপর প্রবল হয়, বিজয় লাভ করে। তখন বিপদ আর সংঘটিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে অমনোযোগের সাথে, হতাশা নিয়ে করা দুআ—বিপদের চেয়ে দুর্বল হয়। তখন বিপদ দুআকে পরাজিত করে নিচে নেমে আসে। কখনও কখনও তারা সমানে সমান হয় আর কিয়ামাত পর্যন্ত একে অন্যের সাথে লড়তে থাকে।

সূচিপত্র

	অনুবাদকের কথা	১১
উস্তাদা শাওয়ানা এ. আযীয	জীবন মানেই পরীক্ষা	১৩
	নিয়তির বিধান	১৬
	ভরসা রাখুন আল্লাহর ওপর	১৯
	বিপদ : কখন পরীক্ষা আর কখন শাস্তি?	২৪
	আমাদের দু-হাতের কামাই	২৭
	বিপদ যখন নিয়ামাত	৩১
	বিপদ কামনা করা অনুচিত	৩৫
	বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়	৩৭
	শুধু আল্লাহর কাছেই চাওয়া	৪৩
শাইখ মূসা জিবরীল	আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না	৪৯
	তিনি সব জানেন	৫৪
	দুআর শক্তি	৫৭
উস্তাদ আলি হাম্মুদা	সুখানুভূতির শুরু এখানেই	৬৩
	বিষণ্ণতার ১৫টি প্রতিষেধক	৭১

অনুবাদকের কথা

জীবনে চলার পথে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নানা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়। আর দ্বীন পালনের পথটা তো আরও বেশি বিপদসংকুল। বিপদের সময় সালাফদের ঈমান বেড়ে যেত, অথচ আমাদের ঈমান তখন নিভু নিভু হয়ে যায়। অনেকে তো সামান্য বিপদে পড়েই দ্বীন-পালনে বিতৃষ্ণ হয়ে যান, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল হারিয়ে ফেলেন, তাকদীরে বিশ্বাসের ভীত হয়ে পড়ে নড়বড়ে।

বিপদ বেশিরভাগ সময়ই আবির্ভূত হয় পরীক্ষারূপে। আমাদের একটু সতর্কতা বিপদরূপী সেই ঘন কালো মেঘকে রহমতের বারিধারায় পরিণত করতে সক্ষম। অন্যদিকে আমাদের সামান্য অসতর্কতার দরুন সেই বিপদ কালবৈশাখীর রূপ ধারণ করতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত। আর শাস্তিরূপী বিপদের আগমন তো নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য নিয়ামাত। কেননা দুনিয়ার সামান্য কষ্টভোগ জাহান্নামের অসহনীয় শাস্তির পরিপূরক হয়ে যায়।

সর্বোপরি, আমাদের সম্পূর্ণ উম্মাহ-ই আজ বিপদের ঘোর অমানিশায় দিন কাটাচ্ছে। সাফল্যের সূর্যোদয় তখনই হবে, যখন আমরা সেই বিপদরূপী অন্ধকারের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারব। এ বইয়ে সেই অন্ধকার কাটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু দিক-নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে, যাতে আমরা কঠিনতম বিপদের মুহূর্তেও অবিচল থাকতে পারি।

বিপদের বাস্তবতা, বিপদের পরিচয় ও ফযীলত এবং পরীক্ষার সময় অবিচল থাকার উপায়সমূহ এই বইয়ের প্রধান আলোচ্য-বিষয়। বিপদ এবং দুঃখ-দুর্দশার সময়

কীভাবে একজন মুসলমান সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, উত্তম আচরণ এবং দৃঢ় মানসিকতার দ্বারা সবচেয়ে উত্তম পুরস্কার অর্জন করে নিতে পারে, তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এ বইয়ে যাদের রচনা অনূদিত হয়েছে তারা হচ্ছেন :

- শাইখ মূসা জিবরীল (আলেম ও খতিব, শাইখ আহমাদ বিন মূসা জিবরীলের পিতা)।
- শাওয়ানা এ আযীয (প্রতিষ্ঠাতা, কুরআন সুন্নাহ রিসার্চ অ্যাকাডেমি হায়দ্রাবাদ)।
- উস্তাদ আলি হাম্মুদা (আলেম, দ্বায়ী ও লেখক)।

উল্লেখ্য, অনুবাদের স্বার্থে অনেক সময়ই মূল লেখার সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্য রাখা সম্ভব হয়নি। জটিল বক্তব্যকে বোধগম্য করার জন্য বেশিরভাগ সময়ই ভাবানুবাদের প্রয়োজন ছিল। তাই অনুবাদের ত্রুটিজনিত দায়ভার আমাদের। তা ছাড়া আল্লাহর কিতাব—আল কুরআনুল কারীম—ছাড়া আর কোনো গ্রন্থই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই এই বইয়ের কোনো অসঙ্গতি নজরে এলে তা আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। এ বইয়ের যা-কিছু ভালো, তা আল্লাহর তরফ থেকে। আর যা-কিছু মন্দ, তার দায়ভার আমাদের। আশা করি এ বই, আঁধার কাটিয়ে সামান্য হলেও আলোকবর্তিকার সন্ধান দেবে, হতাশাগ্রস্ত অন্তরে জ্বালবে আশার মশাল।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ফাত্তাহ
বিনতে ইবরাহীম

জীবন মানেই পরীক্ষা

অমুসলিমদের চোখে দুঃখ-দুর্দশা বেশ কষ্টদায়ক ব্যাপার। কিন্তু মুসলিমদের জন্য দুনিয়াবি কষ্টগুলো হচ্ছে এক ধরনের পরীক্ষা। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার এক সুবর্ণ সুযোগ। মহামহিম আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কখনও স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি দান করে পরীক্ষা করেন।

আবার কখনও তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বিপদের মধ্যে ফেলেন। মুমিন ব্যক্তি যদি বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করতে পারে, তা হলে দয়াময় আল্লাহ তাকে অজস্র পুরস্কার দান করবেন। তার পাপ মোচন করে দেবেন এবং জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾
أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

> এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে : নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াত-প্রাপ্ত।"[১]

[১] সূরা আল-বাকারাহ, ০২ : ১৫৫-১৫৭

এর মানে হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে কখনও দুরবস্থার মধ্যে ফেলে পরীক্ষা করবেন, আবার কখনও স্বচ্ছলতার মধ্যে রেখে পরীক্ষা করবেন। যাতে তিনি যাচাই করতে পারেন—কারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আর কারা অকৃতজ্ঞ হয়, কারা ধৈর্যধারণ করে আর কারা অধৈর্য হয়ে পড়ে।

আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস ﵄ বলতেন, "আল্লাহ তোমাদের কখনও বিপদে ফেলে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও আরাম-আয়েশে রেখে পরীক্ষা করবেন। কখনও সুস্বাস্থ্য দান করে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও রোগাক্রান্ত করে পরীক্ষা করবেন। কখনও সম্পত্তি দ্বারা পরীক্ষা করবেন আবার কখনও দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে পরীক্ষা করবেন। কখনও হারাম জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও হালাল জিনিস দিয়ে। কখনও আনুগত্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও গুনাহের মাধ্যমে। কখনও হিদায়াতের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও কক্ষচ্যুত করে পরীক্ষা করবেন।"[১]

অপরদিকে কাফিরদের অবস্থার কথা একটু চিন্তা করুন। বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশায় নিতান্ত বাধ্য হয়ে সবর করার পরেও ওরা সম্পূর্ণ ক্ষতির মাঝে ডুবে আছে। কারণ এই ধৈর্যধারণ করার বিনিময়ে ওরা কোনো প্রতিদানই পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ
مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

> যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাকো (তবে জেনে রাখো), তারাও তো তোমাদের মতোই কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছে আশা করো (পুরস্কার এবং জান্নাতের), যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[২]

তাই জীবনে আরাম-আয়েশ, সুখ-সমৃদ্ধি এলে একজন মুসলিমের উচিত সবার আগে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। দুনিয়াবি সুখ-সমৃদ্ধি দেখে মুমিনদের এমনটা ভাবা উচিত হবে না যে—তার ধার্মিকতা ও সদাচারের কারণেই তাকে এত সুখ-সমৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে। কেননা দুনিয়াবি বিপদ-আপদই আমাদের জন্যে একমাত্র পরীক্ষা নয়। সাথে সাথে দুনিয়াবি সমৃদ্ধি, সম্পত্তি আর শারীরিক সুস্থতাও এক ধরনের পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১] ইবনু কাসীর, তাফিসরুল কুরআনীল আযীম

[২] সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১০৪

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

> ...আমরা তোমাদের মন্দ ও ভালো (এ উভয়) অবস্থার মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা করি।"[১]

কাজেই আমাদের উচিত—বিপদকে আল্লাহর-পক্ষ-থেকে-আসা পরীক্ষা মনে করে ধৈর্যধারণ করা, আর সুখ-সমৃদ্ধি এলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

[১] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৩৫

নিয়তির বিধান

দুনিয়াতে এমন কিছুই ঘটে না, যা লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত কিতাবে লিখিত নেই। আল্লাহ তাআলা সেই গ্রন্থে সৃষ্টির জীবনোপকরণ, জন্ম-মৃত্যু, আমল ইত্যাদি সবকিছুই সংরক্ষণ করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة

> আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের পরিমাপ লিখে রেখেছেন।"[১]

অনুরূপভাবে বান্দার ওপর ঘটে-যাওয়া প্রত্যেক বিপদ-আপদ মূলত নিয়তিরই বিধান, যা আল্লাহ তাআলা পূর্বনির্ধারিত করে রেখছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّـهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

> পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ। (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই

[১] নিশাপুরি, আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন : ২/২৬০

> তোমাদের হয়ে থাকুক তাতে তোমরা মনঃক্ষুণ্ণ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন, সেজন্য গর্বিত না হও। যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে। নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা করতে উৎসাহ দেয়, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। এরপরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তা হলে আল্লাহ অভাবশূন্য ও অতি প্রশংসিত।"[১]

কাজেই বিপদ এলে আল্লাহর বান্দারা যেন হতাশ না হয়ে যায়। আবার আল্লাহ যখন তাদেরকে ভালো কোনো নিয়ামাত দান করেন, তখন তারা যেন অহংকারী বা উদ্ধত না হয়ে যায়। কারণ, মানুষের সাথে ঘটে-যাওয়া প্রতিটি বিপর্যয়ই পূর্বনির্ধারিত। অন্যদিকে বান্দার যত অর্জন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—সবই তো আল্লাহর করুণা। তাই, বান্দার যা পাওয়ার ছিল, তা কখনও তাকে ছেড়ে যাবে না। আর যে জিনিস তাকে ছেড়ে যাবে, তা আসলে কখনও তার পাওয়ারই ছিল না। এই বিশ্বাস ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "ঈমান কী?" তিনি জবাব দিলেন,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ

> আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাকুলের, তাঁর (আসমানি) কিতাবসমূহের, তাঁর রাসূলগণের, কিয়ামাত-দিবসের এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস আনাই হচ্ছে ঈমান।"[২]

তাই আল্লাহর বান্দাদের অতি জল্পনা-কল্পনা বা অতিরিক্ত অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। "আহা, আমি যদি এই কাজটি এভাবে না করে ওইভাবে করতাম, তা হলে হয়তো এমনটা হতো না" অথবা "ইশ, আমি যদি এই কাজটি করতাম, তা হলে আজ আমার এমন বিপদ হতো না"—ইত্যাদি কথা বলা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> ...আর যদি তোমাদের ওপর কোনো (বিপর্যয়) আসে, তা হলে এমন কথা বলবে না যে, 'ইশ, যদি আমি এমনটি না করতাম, তা হলে আমার আজ এমন পরিণাম ভুগতে হতো না'; বরং বলবে, 'আল্লাহ (তাকদীরে) যা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তা-ই হয়েছে।' 'যদি' কথাটা শয়তানের দরজা খুলে দেয়।'[৩]

---

[১] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২-২৪

[২] বুখারি : ৪৮

[৩] মুসলিম : ৬৪৪১

মহিমান্বিত আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, মুমিনরা যদি আন্দাজ-অনুমান থেকে বিরত থাকে, তবে তিনি তাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করবেন এবং হিদায়াতের পথে পরিচালিত করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّـهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

> আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কখনও কোনো মুসিবত আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন।"[১]

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, "'আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন'-এর অর্থ হচ্ছে : আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে নিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করবেন। তাই কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই ও বুঝতে পারবে যে, সে যা পেয়েছে তা কখনোই তাকে ছেড়ে যেত না। আর যে জিনিস ও পায়নি, তা কখনও তার হবার ছিল না।"[২]

ইমাম ইবনু কাসীর ﷺ তাঁর তাফসীরে লিখেন, "... যদি কোনো বিপদে যাতনা ভোগ করার পর আল্লাহর কোনো বান্দা এ বিশ্বাস রাখে যে, এটি আল্লাহর ফায়সালা ও নির্দেশ অনুসারেই ঘটেছে, আর সে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশায় ধৈর্যধারণ করে সেই কষ্ট সহ্য করে নেয়, তা হলে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করার মাধ্যমে এবং ঈমানকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে তার কষ্টের ক্ষতিপূরণ দেবেন। সে যা-কিছু হারিয়েছে তার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তাকে ওই জিনিসের সমপরিমাণ অথবা এর চেয়েও ভালো কিছু দান করবেন।"

[১] সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১১

[২] তাবারি, আত-তাফসীর : ২৩/৪২

ভরসা রাখুন আল্লাহর ওপর

আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্যে যা-কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার সবটাই বান্দার কল্যাণের জন্য; যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা ভালো হোক কিংবা মন্দ, স্বস্তিদায়ক হোক কিংবা যাতনাময়—এই বিশ্বাস পোষণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য এমন কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন না, যাতে তার উপকার নেই। আর এই বিশেষত্ব মুমিনগণ ছাড়া আর কারও জন্যেই নয়।"[১]

প্রতিটি দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদের পেছনে আল্লাহর হিকমাহ সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা আমাদের মানবিক বুদ্ধিমত্তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষের জ্ঞান তো শুধু দৃশ্যমান বিষয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান—শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে আর তা বান্দাকে কীভাবেই-বা উপকৃত করবে—এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞা তো শুধুমাত্র আল্লাহই রাখেন।

অনেক সময় কোনো বিপদ আপাতদৃষ্টিতে ভয়াবহ মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়তো কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

[১] মুসলিম

> তোমাদের যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং তা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। তোমাদের কাছে হয়তো কোনো বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।"[১]

তাই প্রত্যেকেরই উচিত—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট হতে উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করা। সাথে সাথে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা।

আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, যদি মুমিনগণ তাদের রবের প্রতি ভরসা করতে পারে তা হলে আল্লাহই তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

> যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন।"[২]

কুরআন কারীম আমাদের সামনে নবি ইয়াকূব ﷺ-এর আল্লাহর প্রতি ভরসার অনুপম দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছে। ইয়াকূব ﷺ-এর সন্তানরা ছিল অত্যন্ত সুদর্শন। তাই মিশরে পাঠানোর সময় তাদেরকে তিনি আলাদা আলাদা প্রবেশপথে ঢোকার আদেশ দেন। কেননা তিনি তাদের জন্যে বদনজরের ভয় করছিলেন। কুরআনের ভাষায় :

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّـهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّـهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

> তারপর সে বলল, হে আমার সন্তানরা! মিসরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি না। তাঁর ছাড়া আর কারোর হুকুম চলে না। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি এবং যার ভরসা করতে হয়, তাঁর ওপরই

[১] সূরা আল-বাকারাহ, ০২ : ২১৬

[২] সূরা তালাক, ৬৫ : ৩

করতে হবে।"[১]

এর মাধ্যমে তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন : আমার সাবধানতা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত ফায়সালাকে আটকাতে পারবে না। তবু আমি আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ তাআলা যা ফায়সালা করবেন সেটাই সর্বোত্তম।

সর্বদা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। বান্দার জীবনে যখন আনন্দ আর স্বচ্ছলতা আসবে, তখন তার উচিত আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা এবং সন্তুষ্ট হওয়া। আর যখন বিপদের ঘনঘটা নেমে আসবে, তখন বান্দার উচিত সবর করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

> মুমিনের বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর; মুমিন ছাড়া অন্য কারোর ক্ষেত্রে সেটি প্রজোয্য নয়। তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হলে ধৈর্যধারণ করে, ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যাণকর।"[২]

বিপদের সময় ধৈর্যহীন হয়ে পড়া, অস্থিরতা দেখানো, অতি উত্তেজিত হয়ে পড়া অথবা এমন কোনো কথা বলা বা কাজ করা যাতে আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ পায়—এগুলোর কোনোটিই আমাদের জন্য বৈধ নয়।

তাই বিলাপ করে কাঁদা, কাপড় ছিঁড়ে শোক পালন করা অথবা নিজের শরীরে আঘাত করা ইত্যাদি কাজকে ইসলাম কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। কিয়ামাতের দিন ওই সব নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপারে বান্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে করেছিল।

ইমাম বুখারি ﷺ তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবূ মূসা আশআরি ﷺ-এর সূত্রে লিপিবদ্ধ করেন যে, যারা বিপদের সময় বিলাপ করে কিংবা (শোক প্রকাশের প্রতীক হিসেবে) মাথা মুণ্ডন করে অথবা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে—তাদের প্রত্যেকের থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজই আলেমগণের ঐকমত্য অনুসারে হারাম।

---

[১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬৭

[২] মুসলিম : ২৯৯৯